দৈনিক সংবাদ

তারিখ ... FEB. 3 1999 ... ...
পৃষ্ঠা ৫ কলাম ৬....

ফোকাস

# সাভারের অবহেলিত এক সেন্ট যোসেফস স্কুলের কথা

সাভার থানার সভার ইউনিয়নস্থ রাজাশন গ্রামে অবস্থিত ধরেন্ডা সেন্ট যোসেফস উচ্চ বিদ্যালয়। সাভার বাজার থেকে পূর্বদিকে যে রাস্তাটি গিয়েছে তার নাম সাভার-বিরুলিয়া রাস্তা। প্রায় ১০ কিলোমিটার দীর্ঘ এ রাস্তাটি সাভার চৌরাস্তা থেকে শুরু হয়ে বিরুলিয়া ইউনিয়নের বিরুলিয়া গ্রামে গিয়ে শেষ হয়েছে। বিরুলিয়া গ্রামটি মিরপুর ব্রিজ থেকে শুরু হয়ে টঙ্গি ব্রিজ পর্যন্ত যে ঢাকা রক্ষা বাঁধ রয়েছে তার আধা কিলো পশ্চিম পার্শ্বে অবস্থিত। সাভার বাজার থেকে বিরুলিয়া রোডে রওনা হলে দু থেকে আড়াই কিলোমিটার পূর্ব দিকে গেলে পলুর দোকান। পলুর দোকানের সামান্য দক্ষিণ পার্শ্বে অবস্থিত হল আলোচ্য সেন্ট যোসেফস উচ্চ বিদ্যালয়। মনোরম পরিবেশে ২.১১ একর জমির উপর দাঁড়িয়ে টিনের চাল এবং টিন দ্বারা বেষ্টিত মূল স্কুল ঘরটি। ত্রিশ বছরের পুরনো স্কুল; কিন্তু বাহ্যিক অবস্থা দেখে তা বুঝা মুশকিল। রাজধানী শহর ঢাকার অদূরে অবস্থিত নামী-দামী একটি স্কুলের এ দৈনদুর্দশা অনেকের পক্ষেই চিন্তা করা সম্ভব নয়। তবে প্রাকৃতিক বৈচিত্র এবং সৌন্দর্য স্কুলটির শোভাবর্ধন করেছে অনেকাংশে। স্কুলটির পূর্ব এবং উত্তর পার্শ্বে লোকালয় থাকলেও এর দক্ষিণ এবং পশ্চিম দিকে লোক বসতি এখনও অনেক দূরে। স্কুলটির সামনে রয়েছে বিস্তীর্ণ খেলার মাঠ এবং মাঠের পরে ধরেন্ডা সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়। আম-কাঠালের গাছ, মেহগনি গাছের চারা সব মিলিয়ে পরিবেশটা উপভোগ করার মত বৈকি!

১৯৬৯ সালে স্কুলটি প্রতিষ্ঠিত হয়। প্রথমে ৬ষ্ঠ শ্রেণী তারপর ৭ম, ৮ম, ৯ম এবং সর্বশেষ দশম শ্রেণী পর্যন্ত। বর্তমানে স্কুলটি একটি প্রতিষ্ঠিত স্কুল। প্রতিবছর এখান থেকে উল্লেখযোগ্য সংখ্যক ছাত্রছাত্রী এসএসসি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে বের হয়ে যাচ্ছে। তাদের অনেকে আবার ভাল ফলও করেছে। বর্তমানে স্কুলটিতে ছয় শ'র উপরে ছাত্রছাত্রী পড়াশোনা করছে। অবস্থানগতভাবে স্কুলটির গুরুত্ব এবং প্রয়োজনীয়তা অপরিসীম। কারণ স্কুলটি থেকে আট বর্গকিলোমিটারের মধ্যে কোন উচ্চবিদ্যালয় নেই। সে হিসেবে স্কুলটি এলাকার শিক্ষা বিস্তারে, বিশেষভাবে নারী শিক্ষা বিস্তারে অনন্য ভূমিকা পালন করে যাচ্ছে।

স্কুলটি একটি মিশনারি স্কুল। ষাটের-দশকের শেষদিকে কিছু উৎসাহী ব্যক্তিবর্গের উদ্যোগে এবং স্থানীয় ক্যাথলিক চার্চের তাৎকালীন ধর্মযাজক স্বর্গীয় ফাদার উলিয়াম স্যালিভান সিএসির সহযোগিতায় স্কুলটি প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। স্কুলটি প্রথমে শুরু হয়েছিল ক্যাথলিক চার্চ কম্পাউন্ডের ভেতরে। পরবর্তীতে স্কুলটি বর্তমান স্থানে স্থানান্তর করা হয়েছে। স্কুলটির বর্তমান যে জমি-জমা রয়েছে তার বেশিরভাগ খরিদকৃত হলেও বেশকিছু জমি দান করেছেন স্বর্গীয় মার্কাস কাফু গোমেজ এবং যোসেফ মদন গোমেজ। প্রতিষ্ঠালগ্নে যাদের অবদান স্মরণযোগ্য তারা হলেন স্বর্গীয় মারিয়ানো কস্তা, স্বর্গীয় এলিক ডি রোজারিও (মাস্টার), মিঃ যোসেফ কস্তা, মিঃ নিকোলাশ ক্রুশ, মিঃ আন্তনী গোমেজ প্রমুখ।

মিশনারি স্কুল হলেও স্কুলটিতে সকল সম্প্রদায়ের ছেলেমেয়েরা সমনভাবে শিক্ষার সুযোগ পাচ্ছে। অত্যন্ত মনোরম এবং ভ্রাতৃসুলভ মনোভাব নিয়েই এখানে ছাত্রছাত্রীরা বিদ্যা অর্জন করে চলেছে। স্কুলটির আর্থিক সংকট থাকলেও বিগত ত্রিশ বছরে তেমন কোন বড় সমস্যা হয়নি বলে জানিয়েছেন স্কুল কর্তৃপক্ষ। ম্যানেজিং কমিটি অত্যন্ত দক্ষতার সাথে স্কুলটি পরিচালনা করছেন। ১৯৯৮ সালে সাভার থানার মধ্যে শ্রেষ্ঠ ম্যানেজিং কমিটি পুরস্কার লাভ করেছে এ ধরেন্ডা সেন্ট যোসেফস উচ্চ বিদ্যালয়ের ম্যানেজিং কমিটি। অভিজ্ঞ শিক্ষকমণ্ডলী রয়েছে এ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানটিতে। ১৯৯৮ সালে সাভার থানার মধ্যে এ স্কুলের প্রধান শিক্ষয়ত্রী শ্রেষ্ঠ প্রধান শিক্ষয়ত্রী হিসেবে স্বীকৃতি লাভ করেছেন। স্কুলের ম্যানেজিং কমিটির সহ-সভাপতি মাইকেল বটলেরু ১৯৯৮ সালে ঢাকা জেলা ও মহানগরীর মধ্যে শ্রেষ্ঠ বিদ্যোৎসাহী সদস্য হিসেবে স্বীকৃতি লাভ করেছেন। মাইকেল বটলেরু সাহেবের সাথে আলোচনা ক্রমে জানা গেছে, স্কুলটির বাহ্যিক অবয়ব উন্নয়নে রয়েছে কমিটির আন্তরিক প্রচেষ্টা। বিভিন্ন সংস্থাসহ সরকারের বিভিন্ন পর্যায়েও যোগাযোগ করা হয়েছে এ ব্যাপারে; কিন্তু কোন ফল হয়নি। অনেক সময় আশ্বাস মিলেছে; কিন্তু তার বাস্তবায়ন হয়নি। অনেকটা হতাশা ব্যক্ত করলেও তিনি জানান, কমিটি এখনও প্রচেষ্টা অব্যাহত রেখেছেন স্কুলটির উন্নয়নে। স্কুলের ছাত্রছাত্রী, অভিভাবক, শিক্ষক-শিক্ষয়ত্রীসহ স্থানীয় জনগণের দীর্ঘদিনের প্রত্যাশ। স্কুলঘরটি পাকা করা হবে; বড় স্কুলভবন হবে; বিজ্ঞানাগার তৈরিসহ অন্যান্য সুযোগ-সুবিধা বৃদ্ধি করা হবে। কিন্তু প্রত্যাশা প্রত্যাশাই থেকে যাচ্ছে; বাস্তবে কোন উন্নতি হচ্ছে না। রাজধানীর উপকণ্ঠে যেখানে শিক্ষা প্রতিষ্ঠান অপ্রতুল সেখানে সেন্ট যোসেফস উচ্চ বিদ্যালয়ের মত একটি আদর্শ এবং প্রতিষ্ঠিত শিক্ষা প্রতিষ্ঠান অবহেলার শিকার হোক তা কারও কাম্য নয়।

গত ত্রিশ বছরে এলাকার উন্নয়নে স্কুলটির অবদান অনস্বীকার্য। এ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ছাত্রছাত্রীরা আজ সমাজে বিভিন্নভাবে প্রতিষ্ঠিত। কেউ সরকারি উচ্চ পর্যায়ের কর্মকর্তা, কেউ বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের উর্ধ্বতন কর্মকর্তা, কেউ ব্যবসায়ী, কেউ স্থানীয়ভাবে নির্বাচিত জনপ্রতিনিধি আবার কেউ প্রতিষ্ঠিত সমাজকর্মী। পরোক্ষভাবে সমগ্র এলাকার উন্নয়নে স্কুলটির রয়েছে এক সুদূরপ্রসারী ভূমিকা। এই স্কুলটির উন্নয়ন এবং অগ্রগতি আবশ্যক। যে মুহূর্তে স্থানীয় জনগণ এ অঞ্চলে একটি কলেজের প্রয়োজনীয়তা অনুভব করছে, বিশেষভাবে নারী শিক্ষার কথা চিন্তা করে, ঠিক যে মুহূর্তে স্কুলটির এ প্রাগৈতিহাসিক জীর্ণাবস্থা কেবল হতাশার জন্ম দেয় না, সাথে সাথে চিত্রায়িত করে অবহেলিত সাভারের করুণ চিত্র।

স্কুলটির এ জরাজীর্ণ অবস্থা কাটিয়ে তুলতে হলে সরকারের সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়ের আশু দৃষ্টি যেমন প্রয়োজন তেমনি দৃষ্টি প্রয়োজন সাভারের নির্বাচিত জনপ্রতিনিধিদের। স্কুলটির প্রাক্তন ছাত্রছাত্রীরাও স্কুলটির উন্নয়নের জন্য চিন্তা-ভাবনা করতে পারে বৈকি! এলাকার শিক্ষা বিস্তারে প্রতিষ্ঠানটি আগামী দিনে আরো সক্রিয় ভূমিকা পালন করুক- এ প্রত্যাশা যেমন আমাদের, তেমনি প্রত্যাশা স্কুলটির সামগ্রিক উন্নয়নে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ এবং ব্যক্তিবর্গ যথার্থ ভূমিকা পালন করবেন এবং এলাকার মানুষের আশা পূরণে এগিয়ে আসবেন।

স্কুলটির বাহ্যিক অবয়ব উন্নয়নে রয়েছে কমিটির আন্তরিক প্রচেষ্টা। বিভিন্ন সংস্থাসহ সরকারের বিভিন্ন পর্যায়েও যোগাযোগ করা হয়েছে এ ব্যাপারে; কিন্তু কোন ফল হয়নি। অনেক সময় আশ্বাস মিলেছে; কিন্তু তার বাস্তবায়ন হয়নি। অনেকটা হতাশা ব্যক্ত করলেও তিনি জানান, কমিটি এখনও প্রচেষ্টা অব্যাহত রেখেছেন স্কুলটির উন্নয়নে। স্কুলের ছাত্রছাত্রী, অভিভাবক, শিক্ষক-শিক্ষয়ত্রীসহ স্থানীয় জনগণের দীর্ঘদিনের প্রত্যাশা স্কুলঘরটি পাকা করা হবে; 'বড় স্কুলভবন হবে; বিজ্ঞানাগার তৈরিসহ অন্যান্য সুযোগ-সুবিধা বৃদ্ধি করা হবে। কিন্তু প্রত্যাশা প্রত্যাশাই থেকে যাচ্ছে; বাস্তবে কোন উন্নতি হচ্ছে না। রাজধানীর উপকণ্ঠে যেখানে শিক্ষা প্রতিষ্ঠান অপ্রতুল সেখানে সেন্ট যোসেফস উচ্চ বিদ্যালয়ের মত একটি আদর্শ এবং প্রতিষ্ঠিত শিক্ষা প্রতিষ্ঠান অবহেলার শিকার হোক তা কারও কাম্য নয়।

❑ নির্মল রোজারিও